তারিখ ... 04 MAR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... 2 ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

জাবিতে বিধিবহির্ভূত ব্যয়ে সংকুচিত শিক্ষা ও গবেষণা

■ আবদুল্লাহ আল মামুন নিলয়, জাবি সংবাদদাতা

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের নির্দেশনা উপেক্ষা করে বিধি বহির্ভূতভাবে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল এন্ড কলেজে প্রতিবছর ব্যয় করা হচ্ছে কোটি টাকা। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিধিবহির্ভূত খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা খাত ক্রমাগত সংকুচিত হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল এন্ড কলেজকে ৪০ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়। প্রতিষ্ঠানটিকে অতিরিক্ত টাকা বরাদ্দ না দিয়ে এমপিওভুক্ত করতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে একাধিকবার নির্দেশ দেয় কমিশন। কিন্তু সে নির্দেশনা এখনো পর্যন্ত কার্যকর করা হয়নি। কমিশনের নির্দেশনা উপেক্ষা করে ২০১৪-১৫ অর্থবছরেও ২ কোটি ২০ লাখ ৯১ হাজার টাকা ভর্তুকি দিয়েছে প্রশাসন।

জানা যায়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল এন্ড কলেজের অধিকাংশ শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের স্ত্রী ও আত্মীয়-স্বজন। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটিকে এমপিওভুক্ত করা হলে জাবি স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন।

এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের স্ত্রী ও আত্মীয়-স্বজনরা প্রতিষ্ঠানটিতে শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত থাকায় এমপিওভুক্তিকরণের পথে বড় বাধা হিসেবে দেখছেন সংশ্লিষ্টরা। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিধিবহির্ভূত খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়াতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা খাত ক্রমাগত সংকুচিত হচ্ছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে গবেষণা ও প্রকাশনা খাতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে মাত্র ৫৬ লাখ ৫০ হাজার টাকা। গবেষণা খাতে এ স্বল্প বরাদ্দ বিশ্ববিদ্যালয়কে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন বিভাগসমূহের নিজস্ব ভবন, ল্যাব, পাঠাগার ও শ্রেণিকক্ষ সংকটের কারণে শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমেও স্থবিরতা দেখা দিয়েছে। পর্যাপ্ত ক্লাস রুম না থাকায় ঠিকমতো ক্লাস করতে পারছে না বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা। বাধ্য হয়ে অন্য বিভাগের শ্রেণি কক্ষে ভাগাভাগি ক্লাস করতে হচ্ছে তাদের। এতে প্রায়ই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগসমূহ অন্তর্দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ছে। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত আবাসিক সুবিধা, পরিবহন, ইন্টারনেট ও পাঠাগার সুবিধা দিতে পারছেন না বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মঞ্চের মুখপাত্র ও দর্শন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক রায়হান রাইন বলেন, 'ভর্তুকি দেয়া হচ্ছে অনেক কিন্তু স্কুল এন্ড কলেজের মান দিন দিন কমে যাচ্ছে। কারণ স্কুল এন্ড কলেজে নিয়োগ নিয়ে ঝামেলা আছে। নিয়োগ পাওয়া অনেকেই হচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের আত্মীয়-স্বজন।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি অধ্যাপক আবুল হোসেন বলেন, 'প্রতিষ্ঠানটিকে আমরা এমপিওভুক্ত করার বিষয়ে চেষ্টা করছি। কিন্তু কলেজের শিক্ষকরা এমপিওভুক্ত হতে চান না'।